সংবাদ

084

তারিখ ৩/২/৮১
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

474

মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ

গত ২৫।১।৮১ তারিখে দৈনিক সংবাদ-এর চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত মোঃ অলিউল ইসলাম, ডঃ ফয়জুর রহমান ও খন্দকার আবদুর রশিদের মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আমরা উক্ত দাবীর পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করছি। ময়মনসিংহ শহরের মেয়েদের শিক্ষার জন্য আরও একটি সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। বৃটিশ শাসনামলে স্থাপিত বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা বিদ্যালয় শহরের নারী শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। লক্ষণীয় শহরে সরকারী আবাসিক আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় সান ফ্লাওয়ার, প্রি ক্যাডেট ও ইসলামিক কিন্ডার গার্টেন এর মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছাত্রীদের পড়াশুনার ভাগ্য হয় না। অন্যদিকে বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয়গুলোতেও ক্রমাগত ছাত্রী বেতন ও অন্যান্য চার্জ বেড়ে যাওয়ার ফলে স্বল্প বেতন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার কারণে মেয়েদের শিক্ষার জন্য সকল অভিভাবকগণ বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে তা বাস্তব সত্য। এই অসুবিধা দূরীকরণে শহরের সকল স্তরের জনসাধারণের পক্ষ হতে মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়কে সরকারীকরণের দাবী বাস্তব সত্যের উপলব্ধি এবং আবেদনকারিগণ এই বিদ্যালয়টির নাম প্রস্তাব করে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টির বর্তমান অবস্থান ভাল এবং উপরোক্ত অসুবিধাসমূহ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তদুপরি বিদ্যালয়টি সর্বদিক বিচারে দেশের প্রথম শ্রেণীর বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয় মধ্যে অন্যতম এবং শহরস্থিত অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়গুলো থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। আমরা জনসাধারণের পক্ষে তাঁদের দাবীর সমর্থন জানিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও জনশিক্ষা পরিচালকের নিকট অনুরোধ করছি, অবিলম্বে মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টিকে সরকারীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

১। জমির উদ্দিন আহমেদ,
আয়কর আইনজীবী
কালীবাড়ী বাইলেন,
ময়মনসিংহ।

২। বিকাশ রায়,
এডভোকেট
গাঙ্গিনার পাড়,
ময়মনসিংহ।

এইচ,এস,সি পরীক্ষা জুনে নেয়া হোক

কিছুদিন পূর্বে পত্রিকা মারফত আমরা জানতে পারলাম যে, এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আগামী ১৬ই এপ্রিল হতে শুরু হবে। জানি না কর্তৃপক্ষ কেন এবারকার পরীক্ষার্থীদের উপর এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণ করলেন। কেননা, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অন্যান্যবার জুন মাসে শুরু হয়। তার উপর আমরা এবার যারা 'নিয়মিত' পরীক্ষা দিচ্ছি তারা প্রথমবর্ষে শিক্ষক ধর্মঘটের জন্য তিন মাসের অধিক সময় ক্লাস করতে পারিনি। শিক্ষক ধর্মঘটের পর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি নন গেজেটেড কর্মচারী ধর্মঘটের ফলে। দ্বিতীয়বর্ষের শেষদিকে প্রশ্নপত্রের ধারা বদলানো হয়েছে।

পরীক্ষার ঠিক ছয় মাস পূর্বে সরকারের গণশিক্ষা বিপ্লবের আওতায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবারকার পরীক্ষার্থীদের উপর। একজন নিরক্ষর মানুষকে ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া কঠিন কাজ।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে বিনীত নিবেদন এই যে, উপরোক্ত অসুবিধাসমূহ অনুধাবন করে এবারকার পরীক্ষা যেন অন্ততঃ দেড় মাস পিছিয়ে দেয়া হয়।

—কার্তিক দাস এবং গিয়াস উদ্দিন, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ।